নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গ্রহণ ও বিতরণ শাখা
ডাইরী নম্বর ৮৮০২
তারিখ ২৭.০২.২০১৯

সচিবের দপ্তর
☐ পত্র প্রাপ্তির তারিখ
☐ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
☐ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
☐ অতিরিক্ত সচিব (বন্দর)
☐ অতিঃ সচিব (উঃ মনিটরিং ও মোবক)
☐ অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১)
☐ অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২)
☐ সচিবের একান্ত সচিব
☐ মন্তব্যঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ) এর দপ্তর
☐ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
☐ যুগ্মসচিব (বাজেট)
☐ যুগ্মসচিব (চুক্তি/প্রটোকল/আই.ও)
☐ যুগ্মসচিব (জাহাজ)
☐ PO
ডাইরী নং- ৮৪০
তারিখঃ

সভাপতি	:	জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি
সভার তারিখ	:	১৮.০২.২০১৯ খ্রি.
সময়	:	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট ''ক''

০১। সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ইলিশ তথা জাটকা সংরক্ষণে এটাই তাঁর প্রথম সভা বলে উল্লেখ করেন। তিনি জাতীয় মাছ ইলিশের সাম্প্রতিক সময়ে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও আহরণের পরিমাণ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী হওয়ার কারণ সঠিক সময়ে সকলের সহযোগিতায় জাটকা সংরক্ষণ ও প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা বন্ধ রাখার ফল বলে উল্লেখ করেন। এজন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। অত:পর তিনি সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সভা পরিচালনা করার অনুরোধ জানান। মন্ত্রণালয়ের সচিব আজকের সভা আহবানের প্রেক্ষাপট সকলকে অবহিত করেন। সচিব মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশে ৫.১৭ লক্ষ মে.টন ইলিশ ধরা পড়েছে। এ বছরে তুলনামূলকভাবে ইলিশের সাইজ বড় পাওয়া গেছে। সচিব মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম চলার সময় জেলেদেরে কথা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পূর্বের ন্যায় এ বছরও ৪ মাসের জন্য ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলার জেলে পরিবারের জন্য মাসিক পরিবার প্রতি ৪০ কেজি হারে মোট ৩৯৭৮৭.৮৪ (উনচল্লিশ হাজার সাতশত সাতাশি দশমিক আট চার) মে.টন বিশেষ ভিজিএফ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগের ফলে আরো ১০ টি জেলার জেলে পরিবারের জন্য ৪৭৪৮০ (সাতচল্লিশ হাজার চারশত আশি) টি শুকনা খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ পাওয়া যায়। তিনি বিগত বছরের সাফল্যের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের নিরলস পরিশ্রম, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সর্বাত্নক সহযোগিতা, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, নৌ-পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীসহ সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এক্ষেত্রে জেলে, মৎস্যজীবী, এ সংক্রান্ত পেশাজীবী সমিতিসমূহ ও বাজার কমিটি, বরফকল সমিতি ইত্যাদি সকলের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন ও ধন্যবাদ জানান। পূর্ববর্তী বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে চলতি বছরেও যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন করা হবে বলে তিনি জানান। এ বছরে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্যে সপ্তাহ ব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখ, স্থান, শ্লোগান ও অন্যান্য কার্যক্রম বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সকলের পরামর্শ ও মতামত আহবান করেন।

০২। এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এজেন্ডাওয়ারী সভার আলোচনা শুরু করেন। মহাপরিচালক জানান যে, ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সচেতন করা এবং ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে এ বিষয়টিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্যই প্রতি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। অত:পর তিনি চলতি সনে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্বোধনের জন্য পূর্বে অনুষ্ঠিত ২০১০ থেকে সকল তথ্য উল্লেখ করে এবারের জন্য চারটি জেলার নাম প্রস্তাব করেন। সম্ভাব্য জেলাসমূহ হলো ভোলা, চাঁদপুর, শরীয়তপুর ও মানিকগঞ্জ। তিনি সভায় বিগত ১০ বছরে কোন কোন স্থানে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের উদ্বোধন হয়েছিল সে বিষয়টিও উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ, নৌ পুলিশ, কোস্ট গার্ড, বিজিবির প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনায় ইলিশের আধিক্য চলাচল ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি বিবেচনা করে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার একটি উপযুক্ত স্থানে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের উদ্বোধনী জনসমাবেশ এবং তৎসংলগ্ন নদীতে নৌ-র‍্যালির আয়োজনের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

যুগ্মসচিব(প্রশা/চবক) এর দপ্তর
ডায়েরী নং ৬৬
তারিখ
☐ উপসচিব/সিসস (প্রশাসন)
☐ উপসচিব/সিসস (নৌ/প্রশি)
☐ উপসচিব/সিসস (সমন্বয়)
☐ উপসচিব/সিসস (চবক)
☐ সি. এনালিষ্ট/প্রোগ্রামার
☐ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
যুগ্মসচিব

০৩। জাটকার প্রাচুর্যতা ও অনুকূল আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে চলতি বছর মার্চ মাসের ২য় সপ্তাহে ''জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯'' উদ্‌যাপনের জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় প্রস্তাব দেন। অত:পর সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আগামী ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন এবং ১৬ মার্চ ২০১৯ জাটকা সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন এবং নৌ র‍্যালির তারিখ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। সপ্তাহ শুরুর আগের দিন প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে জাতির কাছে বিষয়টি তুলে ধরা হবে বলেও আলোচনায় একমত পোষণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন উপজেলা নির্বাচন এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখের পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত ১৪ টি শ্লোগানের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনান্তে "কোনো জাল ফেলবো না- জাটকা ইলিশ ধরবো না" শ্লোগানটি তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে বিধায় এ বারের শ্লোগান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া জাটকা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে চারটি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার পক্ষে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

০৪। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ এ গৃহীতব্য কার্যক্রমের দিন ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ সভায় উপস্থাপন করেন। অত:পর কিছু সংশোধনীসহ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কর্মসূচি (সংলাগ-১) ও মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি (সংলাগ-২) চূড়ান্ত করা হয়।

০৫। সভায় সচিব জাটকা সপ্তাহের ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি রেডিওসহ সকল গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা, আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি পূন: পূন: প্রচারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে সরকারের তথ্য দপ্তরের মাধ্যমে গ্রাম/শহরে স্বচিত্র ভিডিও, তথ্যচিত্র ও নাটিকা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। এছাড়াও বিএফআরআই ও বিএফডিসি নিজস্ব উদ্যোগে তাদের সুবিধাজনক ইলিশ আধিক্য এলাকায় পৃথক পৃথকভাবে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থা দুটিকে নির্দেশ দেন।

০৬। মার্চ-এপ্রিল মাসের জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের মনিটরিং মৎস্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় থেকে নিবিড়ভাবে করতে হবে। প্রতিদিনের তথ্য মেইলে মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

০৭। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. আগামী ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯ উদযাপিত হবে;
২. আগামী ১৬/০৩/২০১৯খ্রি. রোজ শনিবার ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার একটি উপযুক্ত স্থানে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ এর উদ্বোধনী জনসমাবেশ এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তৎসংলগ্ন নদীতে নৌ-র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে;
৩. এ বছরে জাটাকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের জন্য ৩৬ (ছত্রিশ)টি জেলা যথাঃ (১) ঢাকা (২) মানিকগঞ্জ (৩) কিশোরগঞ্জ (৪) রাজবাড়ী (৫) শরীয়তপুর (৬) মাদারীপুর (৭) ফরিদপুর (৮) মুন্সীগঞ্জ (৯) নারায়ণগঞ্জ (১০) নরসিংদী (১১) টাঙ্গাইল (১২) গোপালগঞ্জ (১৩) ভোলা (১৪) পটুয়াখালী (১৫) বরিশাল (১৬) পিরোজপুর (১৭) বরগুনা (১৮) ঝালকাঠি (১৯) চাঁদপুর (২০) লক্ষীপুর (২১) ফেনী (২২) নোয়াখালী (২৩) চট্টগ্রাম (২৪) কক্সবাজার (২৫) খুলনা (২৬) কুষ্টিয়া (২৭) বাগেরহাট (২৮) সাতক্ষীরা (২৯) রাজশাহী (৩০) চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৩১) সিরাজগঞ্জ (৩২) নাটোর (৩৩) জামালপুর (৩৪) পাবনা (৩৫) কুড়িগ্রাম (৩৬) গাইবান্ধা নির্ধারণ করা হয়। এ সকল জেলার ইলিশ সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোতেও এ কার্যক্রম চলবে।
৪. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ৩৬টি জেলার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানাতে হবে। অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সশস্ত্র বাহিনীর জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ ও আর্মস ফোর্সেস ডিভিশন (এএফডি) এ অনুরোধ জানাতে হবে;
৫. ভোলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে;
৬. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ এর কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের অনুমোদিত কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হয়;
৭. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ এর শ্লোগান হিসেবে "কোনো জাল ফেলবো না-জাটকা ইলিশ ধরবো না" শ্লোগানটি ব্যবহৃত হবে;
৮. মৎস্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় থেকে জাটকা বন্ধ করার কার্যক্রমের নিবিড় মনিটরিং করতে হবে;

৯. জাটকা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার এবং সপ্তাহ উদযাপনের জন্য তথ্য/শ্লোগান সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্লোগানটি মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে;

১০. "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯" উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ১৫/০৩/২০১৯ তারিখে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে;

১১. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯-এর নৌ র‍্যালিতে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে সুসজ্জিত নৌকা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, নৌ পুলিশ ও বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমিতিকে অনুরোধ জানানো হয়;

১২. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষে চারটি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে;

১৩. কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুবিধামত তারিখ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আয়োজনে ঢাকার বাইরে কোন জেলায় ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং এ সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে;

১৪. জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদির রেকর্ডিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন;

১৫. প্রচার উপযোগী বিদ্যমান টিভি স্পট/ভিডিও প্রচারের পাশাপাশি চলতি অর্থ বছরে নতুন ডেকুমেন্টারী/টিভি স্পট/ফিলার তৈরী ও প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৬. বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বাংলাদেশের ৩টি স্থান যথা: কক্সবাজার, মহিপুর ও বরগুনায় জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন করবে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট চাঁদপুর, কক্সবাজার এবং বাগেরহাটে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।

০৮। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি জাটকা সংরক্ষণে জিরো টলারেন্স প্রদর্শন এবং চলতি বছর জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.১২.০০৩.১৬-৬১

তারিখঃ ১৪ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়াটার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
০৮। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০। সদস্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), পিলখানা, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, কুর্মিটোলা, উত্তরা, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১৬। চেয়ারাম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, মতিঝিল, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
১৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
১৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
২০। মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
২১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
২২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
২৩। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, আহম্মেদনগর, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
২৪। পরিচালক, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অপারেন্স ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
২৫। পরিচালক, নৌ অপারেশন্স, নৌসদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা।
২৬। পরিচালক, এয়ার অপারেশন্স পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ঢাকা।
২৭। উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
২৮। উপসচিব, মৎস্য-৩ অধিশাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), সমন্বয়কারী, জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
৩০। সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা।
৩১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, লঞ্চ মালিক সমিতি, ৭৫/এ, কাকরাইল, ঢাকা।
৩২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ট্রাক মালিক সমিতি, ঢাকা।
৩৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ট্রলার মালিক সমিতি, ঢাকা।
৩৪। সভাপতি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি, ২৩/২, তোপখানা রোড (নীচ তলা), ঢাকা।
৩৫। সভাপতি, জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি, ১২৩, নিউ কাকরাইল রোড, মৌবন সুপার মার্কেট ঢাকা।
৩৬। সভাপতি/মহাসচিব, মৎস্যজীবী উপজাতি এবং হত দরিদ্র উন্নয়ন সোসাইটি।
৩৭। সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, ৯-ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৩৮। সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ, ঢাকা।

২৬/০২/২০১৭

(শোয়াইব আহমাদ খান)
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৫৮১৯

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.১২.০০৩.১৬-৬১(৪)

তারিখঃ ১৪ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৩। যুগ্মসচিব (মৎস্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৪। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

২৬/০২/২০১৯

(শোয়াইব আহমাদ খান)
উপসচিব

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কর্মসূচি
(১৬-২২ মার্চ)

'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯' শুরুর পূর্বে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ১৫/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

দিন ও তারিখ	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর	স্থান/মন্তব্য
১ম দিন ১৬/০৩/২০১৯ শনিবার	০৪ (চার) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক ক্রোড়পত্র প্রকাশ।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • মৎস্য অধিদপ্তর • এফএলআইডি	
	জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ- ২০১৯ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন স্থান: ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উপলক্ষে নৌ-র‍্যালী স্থান: ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার উদ্বোধনী স্থান সংলগ্ন নদীতে।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, • মৎস্য অধিদপ্তর • জেলা প্রশাসক, ভোলা • উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চরফ্যাশন, ভোলা • ডিডি, এফএলআইডি • জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলা • বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা।	ভোলা জেলা এবং এর আশপাশের জেলা থেকে জেলেরা উপস্থিত হয়ে উদ্বোধনী সমাবেশ ও নৌর‍্যালি সাফল্যমন্ডিত করবে।
২য় দিন ১৭/০৩/২০১৯ রবিবার	জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী	• উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা	ঢাকা শহর ও নিকটস্থ বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/ স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারণা, সন্ধ্যায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বাজারসহ অন্যান্য জনবহুল ৭-৮টি স্থানে প্রচারণা (যাত্রাবাড়ী, সোয়ারীঘাট, বাহাদুর শাহ পার্ক, কারওয়ান বাজারসহ)
৩য় দিন ১৮/০৩/২০১৯ সোমবার	বাংলাদেশ টেলিভিশনে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান। (রের্কডিং) অংশগ্রহণে: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (এফএলআইডি) • বাংলাদেশ টেলিভিশন	বিটিভি/চ্যানেল আই/এটিএনসহ অন্যান্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার
৪র্থ দিন ১৯/০৩/২০১৯ মঙ্গলবার	ট্রাক যোগে ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ, মাছ বাজার ও জনাকীর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা ও অভিযান পরিচালনা।	• উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা • এফএলআইডি	স্থান-ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মাছের আড়ৎ, বাজারসহ।

দিন ও তারিখ	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর	স্থান/মন্তব্য
৫ম দিন ২০/০৩/২০১৯ বুধবার	ইলিশ বিষয়ক কর্মশালা	• বিএফআরআই	বিএফআরআই, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর এ অনুষ্ঠিত হবে।
৬ষ্ঠ দিন ২১/০৩/২০১৯ বৃহস্পতিবার	বাংলাদেশ বেতারে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান। (রের্কডিং) অংশগ্রহণে: মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বিএফডিসি এবং মহাপরিচালক, বিএফআর আই।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, • এফএলআইডি, • বাংলাদেশ বেতার	বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারি জনপ্রিয় রেডিও চ্যানেলে প্রচার
৭ম দিন ২২/০৩/২০১৯ শুক্রবার	বিশেষ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা	• উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা। • র‍্যাব, যাত্রাবাড়ি	ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন আড়ৎ, বাজার ও অবতরণ কেন্দ্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সপ্তাহব্যাপী পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন/ টেলপ/ ফিলার/ জিঙ্গেল/ টিভি স্পট ইত্যাদি প্রচার কার্যক্রম চলবে। এফএলআইডি এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মসূচি
(১৬-২২ মার্চ)

দিন ও তারিখ	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	স্থান/মন্তব্য
১ম দিন ১৬/০৩/২০১৯ শনিবার	নৌ র‍্যালি/সড়ক র‍্যালি/ রিক্সা র‍্যালি অনুষ্ঠানের পর সমাবেশের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	যে স্থানে যে র‍্যালি কার্যকর হবে
২য় ও ৩য় দিন ১৭/০৩/২০১৯ রবিবার ও ১৮/০৩/২০১৯ সোমবার	• জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ে জাটকা সমৃদ্ধ এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা • ভিডিও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন • ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি'' এবং নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান	• স্থানীয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান • জন সমাগম হয় এমন স্থান
৪র্থ দিন ১৯/০৩/২০১৯ মঙ্গলবার	• হাট বাজারে অভিযান পরিচালনা • শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন/রচনা প্রতিযোগিতা/ • জেলেদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা • (নৌকা বাইচ, হাডুডু, সাঁতার ইত্যাদি)	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	স্থানীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে
৫ম ও ৬ষ্ঠ দিন ২০/০৩/২০১৯ বুধবার ও ২১/০৩/২০১৯ বৃহস্পতিবার	• মৎস্যজীবী জেলে পল্লীতে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ/ পথ নাটক/ আঞ্চলিক সংগীত/লোক সংগীত ইত্যাদি।	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	স্থানীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে
৭ম দিন ২২/০৩/২০১৯ শুক্রবার	জাটকা রক্ষায় সমন্বিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

১। স্থানীয় অবস্থার নিরিখে কর্মসূচির ধরন অক্ষুণ্ন রেখে বাস্তবায়নের দিন/তারিখ পরিবর্তন যোগ্য।

২। সপ্তাহ শুরুর পূর্ব দিন থেকে সপ্তাহব্যাপী মাইকিং, পোষ্টার লাগানো, লিফলেট বিতরণ, ভিডিও প্রদর্শণ ও স্থানীয় পত্র/পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ ইত্যাদি প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম চলবে।

৩। সাত দিনব্যাপী জাটকা সমৃদ্ধ এলাকার মসজিদে নামাজের পূর্বে ইমাম সাহেব কর্তৃক জাটকা আহরণ/ক্রয়/বিক্রয়/ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে মুসল্লীদের আহবান জানানো।

26/02/2019

৯. জাটকা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার এবং সপ্তাহ উদযাপনের জন্য তথ্য/শ্লোগান সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্লোগানটি মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে;

১০. "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯" উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ১৫/০৩/২০১৯ তারিখে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে;

১১. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯-এর নৌ র‌্যালিতে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে সুসজ্জিত নৌকা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড, নৌ পুলিশ ও বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমিতিকে অনুরোধ জানানো হয়;

১২. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষে চারটি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে;

১৩. কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুবিধামত তারিখ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আয়োজনে ঢাকার বাইরে কোন জেলায় ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং এ সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে;

১৪. জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদির রেকর্ডিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন;

১৫. প্রচার উপযোগী বিদ্যমান টিভি স্পট/ভিডিও প্রচারের পাশাপাশি চলতি অর্থ বছরে নতুন ডেকুমেন্টারী/টিভি স্পট/ফিলার তৈরী ও প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৬. বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বাংলাদেশের ৩টি স্থান যথা: কক্সবাজার, মহিপুর ও বরগুনায় জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন করবে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট চাঁদপুর, কক্সবাজার এবং বাগেরহাটে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।

০৮। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি জাটকা সংরক্ষণে জিরো টলারেন্স প্রদর্শন এবং চলতি বছর জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা

নম্বর-১৮.০০.০০০০.০১৬.৩৩.০৯৯.১৮(অংশ-১)-৩৯৮ তারিখ: ১০-০৩-২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

(নাহিদ-উল-মোস্তাক)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
ফোন: ৯৫১৫৫৫১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, চবক/মোবক/পাবক/বাস্থবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গভীর সমুদ্র বন্দর সেল, বেইলী রোড, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
৫। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৬। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
৭। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।